দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... DEC. 1.5.1999..
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মানবিক উন্নয়নে শিক্ষা ও বই

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আতিউর রহমান

৩. শিক্ষা ও মানবিক উন্নয়ন

আমরা এতক্ষণ ধরে যে মানবিক উন্নয়নের কথা বললাম সে ধরনের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষার ভূমিকা খুবই কার্যকরী। এখানে শিক্ষাকে আমরা সাধারণ মৌল শিক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং সামাজিক শিক্ষাকে হিসেবে ধরছি। জাতিসংঘ থেকে ১৯৯০ সন থেকে পরবর্তী বৎসরসমূহে প্রকাশিত প্রত্যেকটি মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন তার মূল বক্তব্যে বলছে "মানবিক উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের পছন্দের সীমাকে বিস্তৃত করা"। ব্যাপক দরিদ্র মানুষের শিক্ষা ব্যতীত এই পছন্দের সীমাকে ছড়িয়ে দেয়ার আর কোনো কার্যকরী উপকরণ নেই। শিক্ষার উত্তরণ ব্যতীত মানবিক উন্নয়ন সূচীর দু'একটি সূচক অর্জন সম্ভব হলেও তা ধরে রাখা সম্ভব নয়। সম্প্রতি প্রকাশিত Human Development in South Asia, প্রতিবেদন তাই খুব দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে 'Without Education, development can neither be broad-based nor sustained' অর্থাৎ শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন না হবে সার্বজনীন, না হবে টেকসই।

আজকে আমাদের দেশে নয়া ধ্রুপদী উন্নয়ন তত্ত্বসমূহের প্রয়োগের প্রাসংগিকতা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে সেখানে আমাদের শিক্ষা বা জ্ঞানের স্তর একটি বড়ো কারণ হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ বোয়েক প্রাচ্যের দেশসমূহের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে, এ ধ্রুপদী অর্থনীতির সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন বা ঝুঁকি গ্রহণের মতো পশ্চিমী ধারণার সাথে পূর্বের অধিবাসীরা প্রথমত স্বল্প পরিচিত, আর দ্বিতীয়ত গতিশীল বিশ্বের কারণে পরিচিত হলেও নিজেদের জীবনে তা মেনে নিতে অনিচ্ছুক। তিনি আরও দেখান পাশ্চাত্যের অসীম ভোগ প্রবণতার বিপরীতে এ অঞ্চলের মানুষের ভোগ ইচ্ছা সীমাবদ্ধ। এ কথা ঠিক, অর্থনীতিবিদ বোয়েকের এ পর্যবেক্ষণ ছেচল্লিশ বছরের পুরোনো। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এরই মধ্যে অনেক পরিবর্তনের চিহ্ন সূচিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে, পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক জীবনধারার সাথে প্রাচ্যের অর্থনৈতিক জীবনধারার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য কিছু অর্থনীতিবিদও (Higins, Bauer, Yamey) ভিন্নভাবে হলেও বোয়েকের সমর্থনে কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁদের এই সাবধান বাণীকে উপেক্ষা করেই বাংলাদেশের মতো অসংখ্য দেশে একই ধাঁচের একরৈখিক উন্নয়ন মডেল চালু করা হয়েছে। এর যথেষ্ট মূল্যও আমাদের দিতে হচ্ছে।

স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গলব্রেথ তার গণদারিদ্র্যের প্রকৃতি বইটিতে দেখিয়েছেন যে, প্রচুর মূলধন ও কারিগরি জ্ঞানের যোগান, আর্থিক উৎসাহ প্রদান এবং প্রচারণা সত্ত্বেও ভারতে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে মূলতঃ জনগণের এ সমস্ত সুবিধা গ্রহণে অনীহার কারণে। নির্জলা অর্থনৈতিক নিয়মের বাইরের কিছু সামাজিক উপাদান, (দুরবস্থার সাথে মানিয়ে নেয়ার প্রবণতা), এক্ষেত্রে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ এ অঞ্চলের ব্যাপক নিরক্ষর জনগণ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে এবং তার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে তিনি তা ধরে নিয়েছেন। আরো পরিষ্কার ক'রে বলতে গেলে শিক্ষার আলোহীন এ জাতি ভুলে গেছে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখতে। যারা উন্নয়নের স্বপ্নই দেখে না তাদেরকে উন্নয়নের গতিধারায় পরিচালিত করা অসম্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্নততর জীবন দর্শনে তারা মাঝে মাঝে আশাবাদী হলেও পৌনঃপুনিক ব্যর্থতায় এদের ভাগ্যোন্নয়নের অভিপ্রায় আবার অবদমিত হয়ে যায়। হতাশা, নিয়তিবাদী চেতনা (যেমন চেষ্টা করে লাভ নেই, অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়) তাদের মাঝে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। এসব অবস্থা ব্যাখ্যার পর তাই গলব্রেথ খুব সরাসরিই বলেন, উন্নয়নের প্রথম ধাপ হওয়া উচিত এদের চেতনার দৈন্য মেটানো, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া। মনের দৈন্য ঘোচানোই প্রথম কাজ। তার মতে 'দরিদ্র দেশগুলোর জন্য যদি আদৌ কিছু করতে চাও তাহলে এই ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক মানিয়ে নেবার প্রবৃত্তি থেকে জনগণকে মুক্ত করো শিক্ষার মাধ্যমে। তাহলে, তাদের মধ্যে জাগবে উন্নতির আগ্রহ, ঝুঁকি নেবার সাহস, দলে দলে দেশ ত্যাগ করবে সুখের সন্ধানে, ফলে নিজেরা লাভবান হবে, লাভবান হবে যে সমস্ত দেশ তাদের গ্রহণ করবে তারা এবং একইভাবে লাভবান হবে পাশ্চাত্যের দেশবাসী'। গলব্রেথের সব কথা মেনে না নিতে পারলেও শিক্ষা যে মানুষকে আলোকিত করে, মনের দৈন্যতা ঘুচিয়ে সাহসী করে সে কথা অস্বীকার করি কি করে। এ ধরনের একটি প্রক্রিয়া শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে আমাদের দেশে। প্রচণ্ড আত্মসংগ্রাম-এর মধ্য দিয়ে যে গুটিকতক লোক দেশের চৌহদ্দি মাড়িয়ে জায়গা ক'রে নিয়েছেন বহির্বিশ্বে তারা একই সঙ্গে স্বদেশে ও বিদেশের কল্যাণেই ভূমিকা রাখছেন দ্বৈপক্ষভাবে। এরা এখন বিশ্বের তথা প্রযুক্তির বিপ্লবে সক্রিয় অংশীদার। আধুনিকতার প্রতীক। দেশে শুধু বিদেশী মুদ্রা পাঠিয়েই তারা বসে নেই, পাঠাচ্ছেন নতুন প্রযুক্তি, ধ্যান-ধারণা। এক সময় নিয়ে আসছেন বড়ো ধরনের বিনিয়োগ ও সম্ভাবনা। চীন এভাবেই উন্নতির গতি বাড়িয়েছে।

গলব্রেথ এর দর্শন অনুসারে শিক্ষাকে উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক প্রায়োগিক বিষয় সামনে চলে আসে। যৌক্তিকভাবেই বলা যায় শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থান ও কালের ব্যবধানে বিভিন্ন মাত্রা পরিগ্রহ করে। কেবল শিক্ষা বিস্তারই নয়, ব্যাপক জনসাধারণের মাঝে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার পূর্বে তাই প্রয়োজন এর ব্যাপক দেশজায়ন। প্রয়োজন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে বৃত্তির সাথে একে সমন্বিত করার। এর জন্য যে পরিমাণ উদ্যোগ, গবেষণা, বরাদ্দ প্রয়োজন তা আমাদের দেশে নিতান্তই অপ্রতুল। যে বিষয়টিকে আমাদের নীতি-নির্ধারকরা এখনো অনুভব করতে পারছিল না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে তা এসেছে প্রায় শতবর্ষ আগে তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের সময়ে।

গলব্রেথ এর দর্শন অনুসারে শিক্ষাকে উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক প্রায়োগিক বিষয় সামনে চলে আসে। যৌক্তিকভাবেই বলা যায় শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থান ও কালের ব্যবধানে বিভিন্ন মাত্রা পরিগ্রহ করে। কেবল শিক্ষা বিস্তারই নয়, ব্যাপক জনসাধারণের মাঝে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেবার-পূর্বে তাই প্রয়োজন এর ব্যাপক দেশজায়ন। প্রয়োজন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে বৃত্তির সাথে একে সমন্বিত করার। এর জন্য যে পরিমাণ উদ্যোগ, গবেষণা, বরাদ্দ প্রয়োজন তা আমাদের দেশে নিতান্তই অপ্রতুল। যে বিষয়টিকে আমাদের নীতি-নির্ধারকরা এখনো অনুভব করতে পারছিল না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে তা এসেছে প্রায় শতবর্ষ আগে তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের সময়ে।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি থেকে বলা যায় এখানে এসে দেখলুম, এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে স্কুলের সীমানাকে সরিয়ে রাখেনি। এরা পাস করবার কিংবা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁথির পংক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। কতবার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনোদিন জানতে চাইতে শেখেনি প্রথম থেকেই কেবলই বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে। (রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭০)

তাই যদি শিক্ষাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মেলাতে না পারা যায় সে শিক্ষা তার লক্ষ্য থেকে হবে বিচ্যুত। শিক্ষাকে দৈনন্দিন পেশা বা বৃত্তির সাথে মিলিয়ে নেবার বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন বলেই শিক্ষা আর জীবনকে তিনি আলাদা করে ভাবতে পারেননি। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরবর্তী সময়ে সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থার মহান আয়োজন দেখে তিনি লিখেছেন- এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে। আমাদের দেশের মতোই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষক এক দিকে মূঢ়, আর এক দিকে অক্ষম; শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্ছে প্রথা- পিতামহের আমলের চাকরের মতো সে কাজ করে কম, অথচ কর্তৃত্ব করে বেশি। তাকে মেনে চলতে হলে তাকে এগিয়ে চলবার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চলছে।" (ঐ, পৃঃ ৫৭০)।

সোভিয়েট সমাজে তৎকালীন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কদের প্রচেষ্টায় বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল শিক্ষাকে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে প্রবিষ্ট করার অভিযান। অবিশ্যি ছাঁচে ঢালা রাজনীতির কুফল সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন সমান সচেতন। গণতন্ত্রের সাময়িক সুবাতাস বইলেও স্বাধীনতার তিন দশক পরেও আমরা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত করতে পারিনি। শিক্ষার ব্যাপক দেশজায়ন তো আরো সুদূরপরাহত। হালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার হার খানিকটা বেড়েছে। মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ ও আগ্রহও বেড়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসারও ঘটেছে। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান মোটেই সন্তোষজনক নয়, আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি অবৈজ্ঞানিক রক্ষণশীল শিক্ষার প্রসারও ঘটছে সমান তালে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সংকট কাটেনি।

বাংলাদেশে শিক্ষা ও উন্নয়নঃ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি দেশ থেকেই বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা খাতেও বাংলাদেশ যে সংকটের মধ্যে রয়েছে তার প্রমাণ মেলে নীচের দুটো তথ্য থেকেঃ

ক. এদেশের প্রায় লক্ষাধিক ছাত্র/ছাত্রী পাশের দেশ ভারত ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশের উচ্চশিক্ষালয়ে বর্তমানে পড়াশোনা করছে।

খ. প্রতিদিনের সংবাদপত্রেই একটা না একটা শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতার খবর বের হচ্ছে। প্রায় সময়ই ঐসব শিক্ষালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম বন্ধ থাকে।

প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণ কোরিয়া প্রতিজন ছাত্র/ছাত্রীর জন্যে বছরে ব্যয় করে ৩৯০ ডলার আর বাংলাদেশ অনুরূপ ছাত্র/ছাত্রীর জন্যে বছরে ব্যয় করে মাত্র সাড়ে বারো ডলার। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যে পরিমাণ সরকারী ভর্তুকি পায় তার দু' শতাংশও পায় না একজন প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র। (দেখুনঃ আতিউর রহমান, উন্নয়নে শিক্ষার অবদানঃ বাংলাদেশের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষণীয় বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১১শ খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০০)। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান মৌলিক কাঠামোগত গলদ রয়েই গেছে। শিক্ষা এখনও বৈষম্যময়।

বাংলাদেশের বাজেটে শিক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দ যাও বা থাকে তা মূলতঃ শিক্ষকদের বেতন ও অবকাঠামো খাতেই ব্যয় করা হয়। দেখা যায় যে, শিক্ষা বাজেটের ৩৬% ব্যয় হয় অবকাঠামো খাতে, ৪৫% ব্যয় হয় শিক্ষকদের বেতন বাবদ। মাত্র ১% ব্যয় হয় শিক্ষাসূচী প্রণয়ন ও উন্নয়নের জন্য। (ঐ) বই কেনা বা লাইব্রেরীর উন্নয়ন বাবদ খুব সামান্যই অর্থ বরাদ্দ থাকে। এ অংক শতকরা হিসেবে ধরাই মুশকিল। এ জাতীয় ব্যয় কাঠামো থেকে শিক্ষার ব্যাপক বিকাশ আশা করা নিশ্চয় সমীচীন হবে না।

সরকারী প্রয়াসের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রয়াসের ফলে স্কুল গমনকারী শিশুর সংখ্যা সাম্প্রতিক সময়ে বেশ বাড়লেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় আমরা পিছিয়ে আছি অনেক দূরে। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা আমাদের অবস্থাকে করেছে আরো সঙ্গীন।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে যাও বা বাজেটে বরাদ্দ থাকে তাও পুরোপুরি খরচ করা যায় না। জানা যায় যে, এডিপিতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে যা বরাদ্দ করা হয় তার ৬২% খরচ করা হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হয় উল্টো। বরাদ্দের চেয়ে বেশী খরচ করতে দেখা যায় ঐ ক্ষেত্রে। (ঐ) অবিশ্যি জাতীয় ক্ষমতার কাঠামোর আলোকে এ বাজেট বিন্যাস মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত নিম্নোলিখিত পর্যবেক্ষণসমূহ সম্পর্কে একটু ভেবে দেখা দরকার।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা যে উন্নয়নের জন্যে মোটেই উপযোগী নয় বিভিন্ন গবেষণায় তা ধরা পড়ছে। হোসেন (১৯৮৯) লক্ষ্য করেছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা পেশা পরিবর্তনে সামান্য সাহায্য করলেও উন্নয়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার তেমন কোনো ভূমিকাই নেই।

সাম্প্রতিক অন্য আরেকটি জরিপেও (আহমদ ১৯৯২) দাবী করা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক চাহিদা মেটাতে বর্তমানের উচ্চ শিক্ষা মোটেই উপযোগী নয়। ঐ জরিপের উত্তরদাতাদের (সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার ৩৮৮ জন প্রতিনিধি) ৯০% বলেছেন, বর্তমানে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত স্নাতকেরা তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নন।

আরেক জরিপেও (রহমান ১৯৯০) দেখা গেছে যে, ৮৫% উত্তরদাতাদের ধারণা বর্তমানের উচ্চ শিক্ষা সচল উন্নয়নের জন্যে মোটেই উপযোগী নয় (প্রাগুক্ত)।

এই যখন শিক্ষার চালচিত্র, তখন জ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়ে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা মতো টেকসই মানবিক উন্নয়ন আমরা কীভাবে নিশ্চিত করবো সে প্রশ্নের উত্তর কিন্তু উহ্যই থেকে যাচ্ছে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাই নিম্নের মন্তব্যগুলো (ঐ) খুবই প্রাসংগিক।

১. শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংখ্যাগত সাফল্য খানিকটা ঘটলেও তার গুণগত মান মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২. খুবই ধীর গতিতে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বাড়ছে। দারিদ্র্যের হারও কমছে ধীরে। শিক্ষার হার বাড়ছে, তবে তার গতিও বেশ ধীর।

৩. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ হারের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সুনির্বাচিত উচ্চশিক্ষা যে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে, থাকে তার প্রমাণ মেলে পূর্ব এশিয়ায়। মানবসম্পদ সঞ্চয়নে শিক্ষা সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর মানবসম্পদ গঠনের এ প্রক্রিয়া ঐ অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বলে প্রায় সকল বিশেষজ্ঞই একমত। তবে এর পাশাপাশি রাষ্ট্র বস্তুগত অবকাঠামো উন্নয়ন, উপযুক্ত নীতি সমর্থন (যেমন দেশীয় অর্থনীতিকে বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার দক্ষতা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে শিক্ষার জন্যে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্যে সক্রিয় নীতি হস্তক্ষেপ ইত্যাদি) দিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের গতিকে আরো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষার প্রতি প্রাধান্য, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে অর্থ প্রবাহিত করে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ শুধু যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই অর্জন করতে সাফল্য দেখিয়েছে তাই নয়, এর ফলে সামাজিক সাম্য অর্জন ও মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। এসব দেশে আয়ের বৈষম্য কমেছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, স্বাস্থ্য সুবিধে বেড়েছে এবং জীবনের গড় আয়ু বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে রাষ্ট্র যেমন উদার হস্তে বিনিয়োগ করেছে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমনি ব্যক্তিগত খাত তাদের চাহিদা মতো মানব সম্পদ তৈরীর প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়নে রাষ্ট্র গভীর মনোযোগ দিয়েছে। (চলবে)